যুগান্তর
সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR
Publish-Date: 2026-03-01 Edition: দ্বিতীয় সংস্করণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ভিসি ড. নকীবের ১৮ মাসের 'ভয়ের শাসন'

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সালেহ হাসান নকীবকে শিগগির তার পদ থেকে অপসারণ করা হবে, নাকি নিজেই পদ ছাড়বেন—এমন গুঞ্জন চলছে ক্যাম্পাসজুড়ে। যদিও উপাচার্য অধ্যাপক নকীব ভিসি পদে থাকার জন্য বিভিন্ন মহলে তদবির করছেন বলেও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। তবে দেশে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতিতে অধ্যাপক নকীবকে দ্রুত তার পদ থেকে অপসারণের দাবি তুলেছেন বিএনপিঘনিষ্ঠ শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তারা বলছেন, রাবি ভিসির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হলো, তিনি গত ১৮ মাসে মব পরিস্থিতি জিইয়ে রেখে ক্যাম্পাস শাসন করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে করেছেন অনিয়ম। বিশেষ মহলের নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তার অনিয়মের বিরুদ্ধে কেউ যাতে কথা বলতে না পারে সেজন্য রাকসুর বিতর্কিত জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার ও তার সহযোগীদের দিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছেন। জামায়াতঘনিষ্ঠ প্রো-ভিসি অধ্যাপক মাঈন উদ্দীনকে দিয়ে অনিয়মের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে নিয়োগ করেছেন বিশেষ গোষ্ঠীর লোকজনকে। জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের অনেকেই বলেছেন, এই ভিসিকে দ্রুত অপসারণ না করা হলে আরও জটিল পরিস্থিতি তৈরি করবেন তিনি।

ক্যাম্পাসজুড়ে মবের রাজত্ব; মব নিয়ন্ত্রণে ভিসির রহস্যজনক নীরবতা

একটি বিশেষ দলের সমর্থকদের শিক্ষক ও কর্মচারী পদে একচেটিয়া নিয়োগ

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র সমন্বয়কদের সুপারিশে ওই বছরের ৫ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব। তার বাবা প্রয়াত অধ্যাপক মহিউদ্দিন ছিলেন রাবির ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি জামায়াতের রাজনীতিতে

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ২

ভিসি ড. নকীবের ১৮ মাসের

(৫ পৃষ্ঠার পর)

সক্রিয় ছিলেন। ক্যাম্পাসসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নিয়োগ লাভের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক একাডেমিক কার্যক্রম স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালনা করলেও ক্যাম্পাসে মবসহ নানান নৈরাজ্য নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টা করেননি অধ্যাপক নকীব। শিক্ষকরা আরও বলছেন, অধ্যাপক নকীব ক্যাম্পাসে 'ভয়ের পরিবেশ' তৈরি করে বিশেষ একটি রাজনৈতিক পক্ষের এজেন্ডা বাস্তবায়নে গত ১৮ মাস কাটিয়েছেন। এছাড়া অভিযোগ রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের প্রতি সব সময় ঝুঁকে থেকেছেন তিনি। তাদের নানাবিধ অন্যায্য দাবির প্রতি নমনীয় থেকে সেগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতাও করেছেন। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক নেতারা ছাড়াও ছাত্রদলসহ অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি সব সময় বিরূপ আচরণ করেছেন তার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজের মতাদর্শের রাজনৈতিক পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে যোগ্য অনেকেই নিয়োগবঞ্চিত হয়েছেন।

রাবির দলনিরপেক্ষ একাধিক সিনিয়র শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, দুই শতাধিক শিক্ষক নিয়োগে বিশেষ ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রাধান্য দিয়েছেন। ভেতরে ভেতরে দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ করেছেন ক্যাম্পাসের আশপাশের গ্রামগুলোর জামায়াত-শিবির সমর্থিত লোকদের। ভিসি নকীব ক্যাম্পাসে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মারের সঙ্গে বিশেষ সখ্য রেখে তাকে দিয়ে এতদিন ক্যাম্পাসে 'মব পরিস্থিতি' জিইয়ে রেখেছেন তিনি। কেউ প্রতিবাদ করলেই চাকরি খাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এই আম্মার প্রকাশ্যে শিক্ষকদের হুমকি দিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে সম্মানহানিকর পোস্ট লিখে ভয় দেখিয়েছেন। সর্বশেষ গত বছর ২১ ডিসেম্বর রাবির ছয়টি অনুষদের ডিনদের পদত্যাগপত্র নিজেই টাইপ ও প্রিন্ট করে এনে তাদের ফোন দিয়ে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে বলেন। ডিনদের খুঁজেছেন বিভিন্ন ভবনে গিয়ে। শিক্ষকদের জন্য এই ধরনের চরম অপমানজনক ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেও রাবি ভিসি রাকসু জিএসের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেননি। শিক্ষকদের আরও অভিযোগ, ভিসি নকীব নিজেই রাকসু জিএসকে দিয়ে পেছন থেকে এসব নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে ইন্ধন দিয়েছেন। গত ১৮ জানুয়ারি বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে ঝোলানো একটি ব্যানার খুলে ফেলেন রাকসু জিএস আম্মার। এর আগে গত ২১ সেপ্টেম্বর জুবেরি ভবনে একজন প্রো-ভিসিসহ শিক্ষকদের টানাহেঁচড়া ও গায়ে হাত তোলেন আম্মার। অভিযোগ রয়েছে, এই বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি হলেও ভিসি নকীবের হস্তক্ষেপে প্রতিবেদন দিতে পারেননি কমিটির সদস্যরা।

রাবি জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফরিদুল ইসলাম বলেন, 'এটা ঠিক যে ভিসি ড. সালেহ হাসান নকীব গত ১৮ মাস ক্যাম্পাসে পরিকল্পিতভাবে ভয়ের পরিবেশ জিইয়ে রেখে নিজের দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিভাগে যে দুই শতাধিক শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে তাদের ৯০ ভাগই বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের একটি দলের সক্রিয় ব্যক্তি। মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসক নিয়োগ থেকে চতুর্থ শ্রেণির শতাধিক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে একটি রাজনৈতিক দলের লোকদের। কেউ প্রতিবাদ করলে ভিসি চাকরি খাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। তাকে দ্রুত ভিসি পদ থেকে অপসারণ করা উচিত।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি উপ-উপাচার্য প্রশাসন ও উপ-উপাচার্য একাডেমিক পদ ছাড়াও রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ দেন। উপাচার্যের সুপারিশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) পদটিতে নিয়োগ দেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিনকে ও উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) পদে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খানকে নিয়োগ দেন। একই দিনে রাবির কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেওয়া হয় ফিন্যান্স বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মতিয়ার রহমানকে।

রাবির একাধিক শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মাঈন উদ্দীন কট্টর জামায়াতপন্থি একজন শিক্ষক। রাবিতে জামায়াতের বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রমে সক্রিয় থাকতেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবিরের শীর্ষ নেতা ছিলেন। অন্যদিকে উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) বিএনপিপন্থি হিসাবে পরিচিত। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মতিয়ার রহমানও জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। রেজিস্ট্রার পদে ২০২৪ সালের ২৪ নভেম্বর নিয়োগ পান আরবি বিভাগের অধ্যাপক ইফতিখারুল আলম মাসউদ। তিনি বিএনপিপন্থি হিসাবে পরিচিত। চব্বিশের জুলাই আগস্টের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অধ্যাপক মাসউদ সামনের সারিতে ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, ভিসি-প্রোভিসির কারণে রেজিস্ট্রার মাসউদ ঠিকমতো কাজই করতে পারেননি। তাকে কোণঠাসা করে রেখে ভিসি ও প্রোভিসি মাঈন উদ্দীন সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাবি মেডিকেল সেন্টারে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে পাঁচজন চিকিৎসক। অভিযোগ রয়েছে মেডিকেল সেন্টারের প্রধান চিকিৎসককে না জানিয়েই প্রোভিসি মাঈন উদ্দীন শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজের শিক্ষানবিশ ডাক্তারকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পদে নিয়োগ দিয়েছেন। নিয়মানুযায়ী করা হয়নি কোনো নিয়োগ কমিটি। রাবি মেডিকেল সেন্টারের একজন চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করে জানান, ডাক্তার নিয়োগে কোনো শৃঙ্খলা মানা হয়নি। সিনিয়র জুনিয়র মানা হয়নি। উচ্চতর ডিগ্রি ছাড়াই তাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

ভিসি দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বৈষম্যবিরোধী কোটায় জনসংযোগ দপ্তরে একজনকে নিয়োগ দেন। বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট নিয়োগেও তিনি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলপন্থি শিক্ষকদের প্রাধান্য দিয়েছেন। নিজের শ্বশুর অধ্যাপক আজহারুল ইসলামকে করেছেন প্রফেসর ইমেরিটাস। এমন অনেক অনিয়মেই চালিয়েছেন গত ১৮ মাস।

অভিযোগগুলোর বিষয়ে বক্তব্য নিতে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে রাবি ভিসি ড. সালেহ হাসান নকীবের মোবাইল ফোনে বারবার কল দেওয়া হলেও তিনি ফোন ধরেননি। হোটায়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠিয়ে কথা বলার অনুরোধ জানানো হলেও সাড়া দেননি। তার দপ্তরে গিয়ে সাক্ষাতের চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যায়নি। পরে রাবি জনসংযোগ দপ্তরে যোগাযোগ করা হলে প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদার সর্বশেষ জানান, ভিসি অসুস্থ আছেন। এ কারণে কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। শেষে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মাঈন উদ্দীনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, রাবি মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসক সংকট থাকায় তড়িঘড়ি করে চারজন ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে অ্যাডহকে। ভিসি নিজেই নিয়োগ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তার ভূমিকা নেই। তবে তিনি নথিপত্র মেডিকেল সেন্টারে পাঠিয়েছেন। কোনো অনিয়ম হয়নি। অন্যদিকে বিপুলসংখ্যক তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি ঠিক নয়। তবে এই প্রতিবেদকের কাছে নিয়োগকৃত কর্মচারীদের তালিকা আছে বলে জানানো হলে তিনি বলেন, তারা নিয়োগপ্রাপ্ত নয়।

Developed by The Daily Jugantor © 2026